Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
UGC Enlisted Serial No. 48666
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VII, Issue-I, July 2018, Page No. 01-09
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

পূর্বভাগীরথী অঞ্চলের মালপাহাড়ি সমাজ : উৎস ও ভাষা - একটি আলোচনা

স্বদেশরঞ্জন চৌধুরী

Abstract

Characteristics of Pronunciation in Malpahari dialect- North and South 24 pargana – Linguistic characteristics- Literate and illiterate vocal group- Malpahari community – Eastern bank of the Bhagirathi- language of the Malpaharis- alto dialect- Rajmahal hill- Oraon and Malpahari dislect part of 'Uttari dialect'- Malto script- 'Ojha' (The Enchanters) or 'Sadar' i.e. 'Morol' (Hard of the community)- 'Serva Siksha Abhiyan' (Drive for Education- 'Purohit' (Priests) - 'Sarddha' (Hindu ritual to show reverence to the departed soul a few days after death) – Marriage and Gods – Punishment to the offenders or criminals – life and livelihood of Malpahari.

Key Notes: Malto dialects; Malpaharia. Magahi; Malli; Collection of Malpahari words; Malab; Bundelkhanda; Ramayan; Bishnupuran; Bindhya Parvat; Rajmahal Hill; Malpaharias of Rajmahal Hill.

পশ্চিমবাঙলায় যে জেলাগুলিতে হিন্দি ভাষাভাষীদের প্রাধান্য তার মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশপরগণা জেলাই বোধহয় অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। তারপর নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলা। ঐ তিনটি জেলায় প্রায় পঁচিশ লক্ষ, কুড়ি লক্ষ এবং পনের লক্ষ হিন্দি ভাষাভাষীরা বসবাস করেন। অবশ্যই কলকাতাকে এই হিসেবের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ থেকে স্বাধীনতার পরবর্তী এক- দেড় দশক পর্যন্ত কলকাতার দিকে যে প্রবাহ ছিল ভাগীরথীর মতই নিরবচ্ছিন্ন , সেই প্রবাহ বর্তমানে ভাঁটা পড়লেও তা শুকিয়ে যায় নি। এখনও অব্যাহত। পশ্চিম বঙ্গের পূর্ব ভাগীরথীর অঞ্চলের এই তিনটি জেলায় জনসংখ্যার ভাষা বিচারে বাঙলাভাষাভাষীদের পরেই হিন্দি ভাষাভাষীদের সংখ্যা উল্লেখ করার মত । পরিসংখ্যানগত দিক দিয়ে অবাঙলাভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে হিন্দিভাষাভাষীরাই সাক্ষাৎ পাওয়া যায় ভাষিক প্রবণতার বিচারে তারা সাধারণতঃ মৈথিলী, মাগহী এবং ভোজপুরী উপভাষা অঞ্চলের মানুষ। সুদীর্ঘকাল ধরেই এরা স্থানীয় বাসিন্দা অথবা পরিযায়ী চরিত্রের। বাঙলাভাষী জনগোষ্ঠীর মতই তাদেরও নিজস্ব উপভাষা তার স্বাতন্ত্র্য হারায়নি। বরঞ্চ এই স্বাতন্ত্র্য আরও বেশি প্রকট হতে চলেছে নানান ধ্বনির মধ্য দিয়ে। এরা কোথাও স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে পাকাপাকি উপনিবেশ গড়ে তুলে বসবাস করছে, আবার কোথাও পরিযায়ী, কাজের মরশুমে অস্থায়ী বাসিন্দা। সেকারণ এদের কথাবার্তায় শব্দ প্রয়োগে নির্দিষ্ট এলাকার ঔপভাষিক প্রভাব সুস্পষ্ট না হলেও অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করলে অনুধাবন করা যায়।

পূর্ব গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলের মুর্শিদাবাদ, নদীয়া চব্বিশ পরগণা (উত্তর ও দক্ষিণ) জেলায় হিন্দিভাষীদের দেখা পাওয়া যায়। ভোজপুরী ভাষাভাষীদের পরই এই মৈথিলী ভাষাভাষীরা এই তিনটি জেলায় বর্তমান। এদের ভাষিক প্রবণতা বয়স, প্রজন্ম, শিক্ষা ও পেশা ইত্যাদির দিক থেকে ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণে বিভিন্ন বয়ঃক্রমিক নিরক্ষর এবং সাক্ষর বাচক গোষ্ঠীদের উচ্চারিত শব্দগুলিতে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তার ধ্বনিতাত্ত্বিক কারণ সমূহ দেখানোর

চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা দেখতে পাই যে সাক্ষর-নিরক্ষর, অচল বা সচল যেকোন শ্রেণিভুক্ত হোক না কেন, বেশি বয়সের সদস্যরা সামাজিক রীতিনীতির মতই উচ্চারণের ক্ষেত্রে মোটামুটি মধ্যপন্থী। অর্থাৎ প্রাচীন অভ্যাস কিছুটা বজায় রাখলেও রাঢ়ী প্রভাবে উচ্চারণের নতুন রূপকে মেনে নিতে ততটা অসম্মত নন। আর চল্লিশের নিম্ন বয়স্করা অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত নূতন যারা তারা অনেক সহজেই প্রাচীন অভ্যাস বর্জন করে রাঢ়ী শব্দের নতুন রূপকে স্বচ্ছন্দে মেনে নিতে রাজী। অর্থাৎ অবাঙলাভাষাভাষী বাচিক গোষ্ঠীদের উচ্চারিত শব্দের ধ্বনিতাত্ত্বিক বিবর্তনটি বয়ঃক্রমিক হয়ে উঠেছে। যাঁরা প্রয়োজনে বা বিশেষ কারণে এলাকার বাইরে যাবার প্রয়োজন অনুভব করেন না তারাই অচল আর যারা এলাকার বাইরে যাতায়াত করেন তাঁদের সচল বলে উল্লেখ করা যেতে পারে।

চব্বিশ পরগণরা প্রধান্তম বৈশিষ্ট্য হল এই জেলা বর্তমানে দ্বিখন্ডিত হলেও যেমন একদিকে চরম শিল্পায়ন সমৃদ্ধ তেমন ভাগীরথীর নিম্ন অববাহিকা এবং দূরপূর্বের প্রান্ত অঞ্চল বসিরহাট মহকুমা এবং সুন্দরবন সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের এক বিরাট এলাকাই আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতায় ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত নগর সভ্যতার ঠিক বিপরীত। সর্বোপরি মাত্র একাদশক আগেও এই জেলার প্রধান প্রশাসনিক কেন্দ্র কলকাতা শহরের বুকের ভিতর আলিপুরে হওয়ায় সার্বিকভাবে নাগরিক উন্নাসিকতায় দৃষ্টির অগোচরে চলে গেছে। তবু এরই মধ্যে সাত আটটি পকেটকে বেছে নেওয়া হয়েছে- বাগদা, বাদুড়িয়া, জয়নগর, মথুরাপুর এবং বারুইপুর থানা এলাকায়। এর প্রধান কারণ এই সাত- আটটি পকেটেই আমাদের ভাষিক প্রবণতা এবং বৈশিষ্ট্য ও ভাষাগত পারস্পরিক প্রভাব বিশ্লেষণের পক্ষে যথেষ্ট।

একটি বৃহত শিল্প স্থাপন হলে যেমন তার পাশে সহযোগী পরিপুষ্ট শিল্প স্থাপনের সম্ভাবনা অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে, তেমনি শ্রমজীবী মানুষের আহমনের সাথে সাথে তাদের উপর নির্ভরশীল অথবা তাদের নির্ভর করে ব্যাপক হিন্দিভাষী মানুষের আগমন ঘটেছে। এদের মধ্যে যেমন তাদের পরিবারের সদস্যগণ আছেন তেমনি স্থানীয় পরিচিত বন্ধু ভাগ্যান্বেষীরাও আছেন। শিল্প সংস্থাপনে শ্রমিকদের জন্য স্থায়ী ছাউনি, পরবর্তীকালে বাসস্থান তৈরী করেছে। আবার ভাগ্যান্বেষীরা যারা এসেছেন তাঁরাও নাকি স্বাধীন পেশায় নিযুক্ত হয়ে অনেকেই স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছেন। এদের মধ্যে মোট বাহক যেমন আছেন তেমনি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ি, দুগ্ধ ব্যবসায়ী থেকে পুরোহিত পেশাজীবীও আছেন। পরবর্তী কালে এদের শিক্ষার জন্য হিন্দি মাধ্যমের বিদ্যালয়ও গড়ে উঠেছে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক বটেই এমনকি কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কাঁচরাপাড়া কলেজে ইলেকটিভ বিষয় হিসেবে হিন্দি পড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ব্যাপক হিন্দি ভাষাভাষী সম্প্রদায়ের জন্য পশ্চিমবঙ্গেমধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবং হায়ার সেকেন্ডারী কাউনসিল হিন্দিতে সকল বিষয় প্রশ্নপত্র পর্যন্ত করতে বাধ্য হয়েছেন। কাঁচরাপাড়া থেকে বজবজ পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল শিল্পাঞ্চল এবং কলকাতার এলাকায় বেসরকারী ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে দুগ্ধ সরবরাহে নিযুক্ত যারা তাদের সত্তর শতাংশই অবাঙলাভাষাভাষী হিন্দিভাষী যাদব সম্প্রদায়ের। কলকাতা থেকে খাটাল উচ্ছেদের চেষ্টা হলেও তারা সরে আসছেন কলকাতা সংলগ্ন চব্বিশ পরগণা জেলায়। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে কম করেও ছোটো বড় পাঁচশ থেকে এক হাজারেরও অনেক বেশি খাটালের অস্তিত্ব রয়েছে। নিশ্চিতভাবে এদের সকলেই হিন্দিভাষী সম্প্রদায়ের। পনের থেকে বিশ হাজার খাটাল কর্মী এবং দুগ্ধ সরবরাহ ও নিয়মিত ফেরি কাজে কর্মরত। এভাবেই চব্বিশ পরগণা জেলায় স্থায়ী হিন্দিভাষী বসতি গড়ে উঠেছে। অবশ্য শিল্পাঞ্চলের বাইরে চব্বিশ পরগণা জেলার অন্যত্র হিন্দিভাষী জনগোষ্ঠীর অবস্থান মুর্শিদাবাদ এবং নদীয়া জেলার মতনই।

এই সমীক্ষাভুক্ত এলাকার বাসিন্দাদের বসতি সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য উল্লেখিত প্রথানুগ। অর্থাৎ যারা বাড়ীঘর করে এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছেন তারা প্রথম পর্যায়ের স্থায়ী। কর্মসূত্রে দীর্ঘদিন সপরিবারে বাস করেছেন কোয়াটারে কিংবা ভাড়াটিয়া হিসেবে এরা দ্বিতীয় পর্যায়ে স্থায়ী। এরা অল্পদিনের জন্য তাদের মূল বাসস্থানে যাতাযাত করেন বছরে তিন থেকে চার বার। এদের আধা স্থায়ী এবং একক কিংবা সপরিবারে নিয়মিত আসেন এবং নিয়মিত চলে যান। এদের অস্থায়ী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। আর্থিক দিক দিয়ে ভাগ করা হয়েছে উচ্চবিত্ত, উচ্চমধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত, দরিদ্র এবং দরীদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী হিসেবে। পেশাগত বিভাগ হিসেবে শিক্ষক, সরকারী তৃতীয়

বা তদূর্ধ্ব শ্রেণীর কর্মী, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী, বড় ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র শিল্পপতি, পাইকারী ব্যবসায়ী, খাটাল মালিক, দুগ্ধ ব্যবসায়ী, চর্মকার, ঝাড়ুদার, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী,ফেরিওয়ালা, রিক্সা এবং ঠেলা চালক ও মুটোগিরি বা কুলিগিরি করেন যারা। এদের মধ্যে আবার ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, যাদব, কুর্মী, ক্ষত্রিয় এবং তফশিলি সম্প্রদায়ভুক্ত। বাঙালী সমাজে শিল্প কারখানায় কাজ করতে প্রবল অনীহা ছিল। বাঙালী সমাজের প্রধান ক্রমসংস্থান ছিল বাবু কাজে। বাবু কাজ বলতে কায়িক শ্রম সম্পর্কে শূন্য জীবিকা। ফলে কষ্ট সাধ্য এবং ববাঙালী সমাজের কাছে সেই সময়ে তুচ্ছ কর্ম বলে পরিচিত কায়িক শ্রমের জন্য সংলগ্ন এলাকা বিহার থেকে শ্রমিক আমদনী করা হয়। সেই সময়ে হিন্দিভাষাভাষী বিহারের রাজ্য হিসেবে কোন আলাদা অস্তিত্ব ছিল না। বিহার এবং উড়িষ্যা ছিল বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী বা বাঙলার ছোটলাটের শাসনাধীনে। কলকাতা ছিল বৃটিশ ভারতের রাজধানী। পরবর্তীকালে উদ্ভুত অর্থনৈতিক সংকটে বাঙলাভাষাভাষী জনগোষ্ঠী শ্রমিক ক্রমপ্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বি হয়ে উঠলেও, বিহার থেকে কলকাতায় তথা কলকাতা সংলগ্ন শিল্পাঞ্চলে শ্রমজীবি হিন্দিভাষাভাষী মানুষের আগমন অব্যাহত। এছাড়াও সেনা ছাউনিতে নিয়ুক্ত সেনাকর্মীদের অবাঙলাভাষদের সকলেই বিহার থেকে নিযুক্ত নন। তবে এদের একটা বৃহৎ অংশের মূল বাসস্থান বিহারে।

ভাগীরথীর পূর্বপাড়ের অবাঙলাভাষী বাসিন্দাদের মধ্যে মালপাহাড়ি গোষ্ঠীর আদিবাসীরাই একমাত্র স্থানীয় বলা চলে। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের রাজমহল পাহাড়ের এই সম্প্রদায়ের মূল বাস। তবে ভাষিক বৈশিষ্ট্যে মালপাহাড়ি ভাষা দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠীর। ভাষাচার্য ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে "মালপাহাড়ি ভাষাকে দ্রাবিড়ভাষাগোষ্ঠির 'কন্নাড়ি' ভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত বলে অনুমান করেছেন। তিনি মালপাহাড়ি ভাষাকে 'মালতো' ভাষা বেলে উল্লেখ করেছেন।"[১]

আদিবাসীভাষাগুলির মধ্যে ভাষাতাত্ত্বিকগণ ওঁরাও আদিবাসীগোষ্ঠীর ভাষাকে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ওঁরাও ভাষা 'কুড়ুখ' বলেই পরিচিত। তবে সাঁওতালী ভাষা বিজ্ঞানী ডঃ কৃষচন্দ্র টুডু তাঁর সাঁওতালি কে ভাষা বৈজ্ঞানিক অধ্যায়ন পুস্তকে আদিবাসীভাষাগোষ্ঠীর বিশ্লেষণে দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর অর্ন্তভুক্ত করেছেন পশ্চিমবাঙলার রাজমহল এবং সাঁওতাল পরগণার মালতো রাঁঢ়ী অঞ্চলের ওঁরাওদের ভাষাকে কুড়ুক বলে।

এই মালতোভাষাভাষী আদিবাসী সম্প্রদায়ের জেলা পরিচিতিতে মূল বাস রাজমহল পাহাড়ি অঞ্চল বা বর্তমানের মালদহ জেলা। এবং উত্তরের জল্পাইগুড়ি জেলা। এই জেলার মালপাহাড়িয়া মূলতঃ চা বাগানে কাজ করে এবং বাংলা-হিন্দি মিশ্রিত সাদরি ভাষায় কথা বলে। মুর্শিদাবাদ অনুসন্ধানে কৌতুহলী হয় একজন মালপাহাড়ী অতিবৃদ্ধ দাবী করছেন তাদের নাম থেকেই মালদহ জেলার নামের উৎপত্তি। কারণ তাদের কাছে এই জেলাটির নাম 'মালদো'। মালতোর খুব কাছাকাছি উচ্চারণ 'মালদ'। অসম্ভব নাও হতে পারে। মালতো< মালদো< মালদহ এই বিবর্তন অসম্ভব এবং অবিশ্বাস্য নয়। কিন্তু যেহেতু এই নিবন্ধকার সম্পূর্ণতই মালপাহাড়িদের নিয়ে কোন নিবিড় পর্যবেক্ষণ করেন নি এবং অন্যদিকে মালদহ জেলাও তার পর্যবেক্ষণ সীমানা বহির্ভূত তাই সযত্নে এই প্রসঙ্গের শুধুমাত্র উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হলেন। বিষয়টি নিবিড় গবেষণার অপেক্ষা রাখে। মালপাহাড়ি সম্প্রদায়ের ভাষা 'মালতো' প্রসঙ্গে অন্য একটি দিকেও লক্ষ্য করা যেতে পারে। কুড়ুখ অর্থাৎ ওঁরাও ভাষায় 'মলতা' শব্দটির নিয়ম বা বিধান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ওঁরাও এবং মালপাহাড়ি দুটিভাষাকেই ডঃ কৃষ্ণচন্দ্র টুডু দ্রাবিড়ীয় ভাষা গোষ্ঠীর উত্তরী শাখার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অন্যদিকে ডঃ সুকুমার সেন অবশ্য মালপাহাড়ি ভাষা 'মালতো' কে কন্নড় বা কানাড়িভাষার সাথে সম্পর্কিত বলে অনুমান করেছেন। আবার অনেকে মনে করেন এ রাজ্যের মালপাহাড়িগণ দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মধ্যভারতীয় শাখার মূল মালতো গোষ্ঠী থেকে আগত। তাদের মধ্যে পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখেছেন,

---

১) ভাষার ইতিবৃত্ত- ডঃ সুকুমার সেন, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, চতুর্দশ মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৭০

"বাংলা-বিহার সীমায় রাজমহল পাহাড়ে মালতো বা মালপাহাড়ি ভাষা প্রচলিত। এই ভাষাটি ওঁরাও ভাষার সাথে সম্পর্করত।"[২]

আদিবাসীদের মধ্যে মালপাহাড়ি বা মালতো ভাষাভাষীরাই সংখ্যার সম্ভবত সবচেয়ে কম সমগ্র আদিবাসী সমাজে তাদের প্রভাব এবং আলোচনার গুরুত্ব কম। মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তারাংশে একাধিক বসতি থাকলেও এই নিবন্ধকারের আলোচ্য অঞ্চলে এদের বসতি খুবই কম।

মালপাহাড়িদের ভাষাকে এই নিবন্ধে অতঃপর শুধু মালতো বলেই উল্লেখ করা হবে। মালতোভাষার নিজস্ব কোন লিপি নেই। ফলে মৌখিক লোককাহিনী ছাড়া কোন সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি। স্বাভাবিক কারণেই কোনও ব্যাকরণও নেই। সর্বোপরি ভাষাতাত্ত্বিক কোন বিভাগেই মালতোভাষা নিয়ে চর্চা হয়নি। সুশান্ত বিশ্বাসের মত কেউ কেউ বিছিন্নভাবে ব্যক্তিগতভাবে বিচ্ছিন্ন কিছু প্রয়াস ('মালপাহাড়িয়া' লেখক সুশান্ত বিশ্বাস, পশ্চিমবঙ্গ সরকারে তথ্য সংস্কৃতি বিভাগের লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃত কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত।) ছাড়া কোন সুসংহত প্রয়াসও লক্ষ্য করা যায় নি।

মালপাহাড়িয়াদের মধ্যে একাধিক শাখা দেখা যায়। সম্ভবত এদের ভাষার মধ্যে পার্থক্য বিচার করেই এমন মন্তব্য। একটি গোষ্ঠী সমতলী অন্যটি পাহাড়ি। এই 'সমতলী' এবং 'পাহাড়ি' দুটি গোষ্ঠী। পরিচয়ই বর্তমান প্রবন্ধকারের দেওয়া। "কেউ কেউ বলেন মালপাহাড়িদের আঞ্চলিক গোষ্ঠী সংখ্যা চার। (ক) কুমোরবাগী মালপাহাড়িয়া, (খ) পাহাড়িয়া মালপাহাড়িয়া, (গ) রায় মালপাহাড়িয়া, (ঘ) অমড়িয়া মালপাহাড়িয়া।"[৩]

রাজমহল পাহাড় থেকে পশ্চিমে যারা ছড়িয়ে পড়েছে তারা কুমোরবাগী মালপাহাড়িয়া আর উত্তরে জলপাইগুড়ি সহ উত্তর পাহাড়ের দিকে যারা গেছে তারা পাহাড়িয়া মালপাহাড়ি। আর দক্ষিণের সমভূমির দিকে মুর্শিদাবাদ, নদীয়া জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে তারা রায় মালপাহাড়িয়া। এদেরই নিবন্ধকার সমতলী বলে নিদির্ষ্ট করেছেন। চতুর্থ শাখাটি বর্তমানে বাঙলাদেশের দিনাজপুর রাজশাহীর দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তবে দেশ ভাগের পর দিনাজপুর-রাজশাহী থেকে বেশ কিছু সংখ্যাক আমাড়িয়া মালপাহাড়ি ভাষার কথা বলে তারচেয়ে অনেক বেশি বাংলাভাষার স্থানীয় উপভাষায় বিকার করে উচ্চারণে কথা বলে থাকে এবং সাধারণ বাঙ্গালীর সাথে যখন কথা বলে তখন এদের কথার সাথে স্থানীয় ভাষার কোন প্রভেদ করা যায় না। স্বাভাবিক বাংলাতেই করে।

এদের এই পরিচয়ের কারণেই সমতলীরা স্থানীয় ভাষা অর্থাৎ বাঙলাভাষার বহু শব্দ আত্মীকরণ করে নিয়েছে। এদের কথনে বহু বাঙলা শব্দের ব্যবহার। এরা একরকম ভাবে বিকৃত বাংলায় কথা বলে। অন্যদিকে যাদের পাহাড়ি বা পাহাড়িয়া বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে তাদের কথ্য ভাষায় বাংলা বা স্থানীয় ভাষার প্রবেশ অতি অল্প। এরা পুরোপুরি সাদরিতে কথা বলে থাকে। তবে একথা সত্যি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় আরো সতর্ক উদ্যোগ না নিলে মালপাহাড়িয়া মালতো ভাষার অবলুপ্তির ক্রম পরিণতি অবশ্যম্ভাবী।

মালপাহাড়িয়াদের মধ্যে ভাষিক বৈশিষ্ট্য একাধিক ভাগে বিভাজিত করা গেলেও এদের সামাজিক বিধি-বিধান, নিয়ম কানুন এর মধ্যে কোন পার্থক্য লক্ষ্য করার মত কিছু এই প্রবন্ধকার খুঁজে পাননি।

মালতোভাষার সম্ভাব্য বিলুপ্তির কারণ হিসেবে এই প্রবন্ধকারের পর্যবেক্ষণ এই রকম যে এই সম্প্রদায়ের মধ্যে নিরক্ষরতা এবং দারিদ্র্য বিপুল। এরা নিজেদের নিয়ম-কানুননের মধ্যে আবদ্ধ বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত। কিন্তু সরকারি সর্বশিক্ষা অভিয়ান, শিক্ষার অধিকার, বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা প্রভৃতি কারণে এই সম্প্রদায়ের ছেলে মেয়েরা স্থানীয় অর্থাৎ বাংলা মাধ্যমে পুরোপুরি বাঙলা ভাষাই পড়তে অভ্যস্থ হচ্ছে। প্রবন্ধকার স্বাভাবিক কারণেই স্বয়ং কোন নিবিড় অনুসন্ধান করেন নি সবই মালতোভাষীদের প্রবীণ প্রমুখের কথায় নির্ভর। তিনি লেখাপড়া জানেন এমন কোন

২) ভাষাবিধ্যা পরিচয়- শ্রী পরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, পঞ্চম সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ ২০১৩, পৃষ্ঠা- ১১৮।
৩) মালপাহাড়িয়া- সুশান্ত বিশ্বাস, সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতিকেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ- ২০০৫, পৃষ্ঠা- ১৩।

মালতোভাষীর কথা প্রশ্ন করেও জানতে পারেন নি। একজন আই সি ডি এস সহায়িকার সন্ধান পেয়ে ছিলেন, তিনি স্বাক্ষর করেন বটে কিন্তু কী স্বাক্ষর করছেন নিজেই জানেন না। প্রশ্ন করলে হেসে বলেন সকলে যেরকম আঁকতে (অঙ্কন করতে) শিখিয়েছে তেমন করেই সে আঁকে। অভ্যাসে এই অঙ্কন সহজ হয়েছে।

এই ঘটনার উল্লেখের কারণ একটাই মালতোভাষাভাষীরা তাদের ঘরের বাইরে এসে আর মালতোভাষায় কথা বলে না । নিজেদের আচার অনুষ্ঠান উৎসব এবং অচল যারা তারা ছাড়া মালতোভাষার ব্যবহার প্রায় নেইই। এদের শিক্ষার জন্য যারা নিযুক্ত তারা মালপাহাড়ি নয় তারা বোঝেই না 'উলা', 'মাওঁ' গুডদোরি, বিল্লপুদু, বিলপণিরে এসব শব্দগুলি। কিন্তু মালপাহাড়ি উপজাতির কোন শিক্ষক থাকলে তিনি বুঝতেন উলা হ'লো দিন আর মাওঁ রাত্রি, গুডডোরি বাদল পূর্ণিমা বিলপণিরে। একজন মালতোভাষী মাটি আম্নু বলে না বলে হলকে। ফলে মালপাহাড়ি উপজাতির মালতোভাষা রক্ষা পেত।

মালপাহাড়িয়াদের শিক্ষায় বর্ণমালা লিপি এসব না থাকলেও এদের সমাজজীবন, নিত্য জীবনচর্চার মধ্যেই ধারাবাহিকতা লুকিয়ে আছে। এদের সমাজজীবন সম্পর্কে ধারণা করার প্রাথমিক শর্ত একটাই এরা পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠীদের চেয়ে বিচ্ছিন্ন একটি আদিবাসী গোষ্ঠী। জনসংখ্যার বিচারেও এরা নগণ্য বিভিন্ন গ্রাম বা মহল্লায় কুড়ি থেকে ষাট সত্তরটি পরিবার বাস করে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে এরা পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য আদিবাসীদের চেয়েও পিছিয়ে পড়া অতি অনুন্নত একটি জাতিগোষ্ঠী। এদের সমাজ পরিচালিত হয় সর্দার বা মোড়লের নির্দেশে। সমাজের মধ্যে বয়স্ক, ঝাড়ফুক, তুকতাক, রোগের নিবাময়ের জন্য মন্ত্রতন্ত্র সম্পর্কে বেশি অভিজ্ঞ তাকেই ওঝা বা সর্দার অর্থাৎ মোড়ল বলে মেনে নেওয়া হয়। এই সর্দারকে এরা ওঝাও বলে থাকে। আবার সর্দার নয় এমন কেউও ওঝার আসনে বসে। কারণ ওঝাই তাদের আপদে বিপদে অসুখে বিসুখে মন্ত্র পড়ে ঝাড়ফুঁক করে স্বাভাবিক জীবনের নিদান দেয়। ওঝার সম্মানও খুব বেশি। উল্লেখ্য ওঝার অবর্তমানেই অন্য বুদ্ধিমান বয়স্ক ব্যক্তিকে সর্দার বা মোড়লের আসনে বসান হয়।

ওঝারাই মালপাহাড়িয়াদের সামাজিক সকল অনুষ্ঠানে পুরোহিতের কাজ করে। যেমন শ্রাদ্ধ, বিবাহ, বা দেবতাকে অর্চনা সবকিছু। সরল মালপাহাড়িদের অরিসরল জীবন যাত্রাকে ওঝা বা সর্দার কঠিন অনুশাসনে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। সামান্য বুচ্যুতিকেও কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। অপরাধীর কঠিন শাস্তি হয়। মালপাহাড়িয়াদের নিয়ে কোন ঔৎসুক গবেষণাগ্রন্থের সন্ধান মেলে না। বলা ভাল নেইই। মালপাহাড়িয়াদের নিয়ে যাকিছু বিস্তারিত অনুসন্ধানের তথ্য মেলে তা কেবল মাত্র পশ্চিম বঙ্গ সরকারের উদ্যোগে। তার পূর্বসুরী জনগণনার তথ্যে যুক্ত মন্তব।

স্বাধিনতাত্তোর সময়ে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগ বিভিন্ন অতি ক্ষুদ্র আদিবাসী জনগোষ্ঠীর স্বকীয়তা এবং পরিচিত সম্পর্কে গবেষণামূলক গ্রন্থ (বুলেটিন) প্রকাশিত হয়। এই বুলেটিনগুলি এদের সম্পর্কে সুসংহত অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা।

মালপাহাড়িয়া শব্দটির উৎসের সন্ধান এই জনগোষ্ঠীরও জানা নেই। সাধারণভাবে প্রতি আদিবাসী গোষ্ঠীই তাদের নিজস্ব উৎস সম্পর্কে প্রচলিত সুনির্দিষ্ট কাহিনী বলে থাকে। মালপাহাড়িয়াদের নিজেদের মধ্যেও এমন কোন কাহিনীর প্রচলন নেই। 'মালপাহাড়িয়া' নামের আদি উৎস সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট সচেতন কাহিনীই অজ্ঞাত। এদের কেউ-কেউ বলে থাকেন 'ময়লা' থেকেই 'মালপাহাড়িয়া' শব্দের উৎপত্তি। 'ময়লা' অর্থাৎ রামায়ণের রামচন্দ্রের শরিরে পরিশ্রম ঘর্ম এবং দেহের ময়লা থেকেই তাদের আদি পুরুষের জন্ম হয়েছিল।

কোন মনীষী আদিবাসীদের নিবিড় পর্যবেক্ষণ করেও মালপাহাড়িয়া শব্দ সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে কিছু বলেন নি। তারা শুধু 'মালে' অথবা মালের পাহাড়িয়া শব্দ দুটি নিয়েই অল্প অল্প আলোচনা করেছেন। এবং সিদ্ধান্ত করেছেন 'মালপাহাড়িয়া'-র উৎস এই দুই শব্দতেই নিহিত। এই সূত্রেই 'মালের' নামের এবং তাদের ট্রাডিশনের উৎস সম্পর্ক ডালটন (Dalton) বলেছেন এমন ধারণা করার কোন যুক্তি নেই যে 'মালের' সম্প্রদায় পূর্ব দিকের কোন জেলা থেকে

এসেছে। কিন্তু ওরাওঁদের পশ্চিমাধারার উৎস সম্পর্কে বলা হয়েছে এরা 'মালব' থেকে এসেছে। বিষ্ণুপুরাণে 'মালব' বিন্ধ্য পর্বতে উত্তরাংশে বুন্দেলখন্ড এবং গুজরাতের সীমানা পর্যন্ত মালবদেরই একটি শাখা রাজমহলের মালপাহাড়িয়াগণ। সিরগুনা, পালমো, বিলাউন্না প্রভৃতি এলাকায় 'মাল' বা 'মার' নামে অভিহিত একটি উপজাতির সন্ধান মেলে। এরা এখন পুরোপুরি হিন্দু আচার আচরণের অভ্যস্ত। তারা দাবী করে থাকে, তারা আসলে 'মালব' থেকে এসেছে। আবার ওরাওঁ ভাষায় 'আলার' শব্দটির অর্থ মানুষেরা (Men)। গ্রীয়ার্সন মনে করেছেন 'মালের' শব্দটির উৎস পরিচিত দ্রাবিড় শব্দ 'মালা' যার অর্থ 'পর্বত' থেকে নেওয়া। ওল্ডহাম (Oldham) গ্রীয়ার্সনের মতকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু বেইনব্রিজ (Bain bridge) আবার মনে করেন 'মালের শব্দটির উৎস সংস্কৃত 'মাল' শব্দ থেকে। যার অর্থ কঠিন (hardy)। আবার এস. সি. রায়ের দাবী মেগাস্থিনিস উল্লেখিত 'মাল্লি' উপজাতিই রাজমহল পাহাড়ের পুরুষেরা। এই উপজাতির যারা রাজমহল পাহাড়ে উপনিবেশ স্থাপন করে তারাই শুধু এই 'মাল্লি' শব্দটির ধরে রেখেছে। সবশেষে উল্লেখ্য এ. পী. বিদ্যার্থী মনে করেছেন 'মালের' শব্দটির এই উপজাতির নিজস্ব তৈরী যার দ্বারা বোঝায়ে পাহাড়ী বসতি। তারা নিজেদের 'মালে' বলেই তাদের নিজস্ব মালতো ভাষা অবিহিত করে থাকে। মালের অর্থ পাহাড়ী মানুষ।

মালপাহাড়ি সম্প্রদায়কে এই গ্রন্থে অবাঙলাভাষাভাষী জন গোষ্ঠীদের মধ্যে গোষ্ঠী বিচারে স্থানীয় বলার অন্যতম কারণ, ভাষা তাত্ত্বিকগণ ভাষার বংশ পরিচয়ে- এদের রাজমহল পাহাড় অঞ্চলের বসবাকারী হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন। যদিও বালুচিস্তানের 'ব্রাহ্মই' ভাষা মতনই মালপাহাড়িদের মালতো ভাষাকেও দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

এই গ্রন্থকারের মূল উদ্দেশ্য অবাঙলাভাষাভাষীদের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে কর্মসূত্রে একক বা বিচ্ছিন্ন ভাবে দু চার জন সপরিবারে অথবা গোষ্ঠী হিসেবে বসতি গড়ে যোগাযোগ এবং ভাব প্রকাশে ভাষিক সংমিশ্রণ।

এই সূত্রেই মালতো ভাষাভাষী মালপাহাড়ি জনগোষ্ঠী সম্পর্কে বিশ্লষণ করলে দেখা যায় মূলত রাজমহল পাহাড়ের বসবাসকারী মালদহ, মুর্শিদাবাদ এবং দেশভাগ পূর্ব অবিভক্ত দিনাজপুরের মালপাহাড়ি সম্প্রদায়কে বোঝানো যেতে পারে। এদের মধ্যেই বাংলা ঔপভাষিক প্রভাব বিদ্যমান। অন্যদিকে দেশভাগ বিভক্ত দিনাজপুরের পূর্বাংশে বসবাসকারী মালপাহাড়ি উপজাতির জনগোষ্ঠীর একটা বৃহৎ অংশ উদ্ধাস্তু হয়ে পশ্চিমে চলে এসেছে। এরা এখন পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। এই লেখক উদ্বাস্তু নিয়ে নয় সাধারণভাবে মালপাহাড়ি উপজাতি জনগোষ্ঠীর স্থানীয় স্তরে বিশেষকরে মুর্শিদাবাদ এবং নদীয়া জেলায় অর্থাৎ ভাগীরতীর পূর্ব পাড়ে গঙ্গা-পদ্মার বা ভাগীরথী পদ্মার দোয়ার অঞ্চলের অধিবাসী মালপাহাড়িদের নিয়েই তাদের ঔপভাষিক মিশ্রণ পর্যবেক্ষণ করেছেন।

এখানে উল্লেখ্য মালপাহাড়ি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর একটা অংশ উত্তরবঙ্গে চা বাগানের শ্রমিক হিসেবে কর্মরত। কিন্তু তারা তাদের উপজাতির ভাষা মালতো থেকে প্রায় পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন। এদের ভাষা এখন সাদরি ভাষা বলে পরিচিত।

সাদরি হলো বাংলা-হিন্দি এবং নেপালী বা গোর্খালিভাষার মিশ্রণে গড়ে ওঠা সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের ভাষা। এই ভাষার নাম দেওয়া হয়েছে সাদরি ভাষা।

মালপাহাড়ি জনগোষ্ঠীকে একদল গবেষক চারভাগে ভাগ করেছে। বলা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস অনুসারে সেই এলাকার ভাষিক সংমিশ্রণের বৈশিষ্ট্য অনুসারে মালপাহাড়ি উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষজন নিজেরাই 'চারটি আঞ্চলিক গোষ্ঠিতে বিভক্ত করেছে।

প্রথম - কুমোরবাগ মালপাহাড়িয়া
দ্বিতীয় – পাহাড়িয়া মালপাহাড়িয়া
তৃতীয় – রায় মালপাহাড়িয়া

চতুর্থ – আমড়িয়া মালপাহাড়িয়া

রাজমহল পাহাড় থেকে ক্রমশ পশ্চিমে যারা গেছে তাদের কুমোরবাগ মালপাহাড়িয়া বলে। মালদহ হয়ে জলপাইগুড়ি উত্তর পাহাড়ের দিকে যারা গেছে তাদের বলা হয় পাহাড়ি মালপাহাড়ি। দক্ষিণের সমভূমির অর্থাৎ মুর্শিদাবাদ নদীয়ার দিকে যারা গেছে তাদের বলা হয় রায় মালপাহাড়িয়া বাংলাদেশ অর্থাৎ দিনাজপুর ও রাজশাহীর দিকে গেছে তাদের বলা হয় অমড়িয়া মালপাহাড়িয়া। আর মালপাহাড়িয়াদের এই গোষ্ঠী ভাগ ও নামকরণ তাদের নিজেদেরই দেওয়া এর পিছনে ভাষা তত্ত্ব এবং নৃতত্ত্বের কোন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ নেই।

মালপাহাড়িয়া জনগোষ্ঠীর ভাষা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে *" Linguistically the Malpaharias belong to Dravidian speech family, through most of them in this state speak either in corrupt from of Bengali in sadri dialect- which is mixed from of Bengali and other languages . In connection with their language Risley says" Malpaharia a Dravidian tribe in habiting in the Ramgarh Hills in the santal parganas ……speak a very impure dialect of the Bengalees."*[৪]

পরবর্তীকালে এস. এস. সরকার রিজলির এই মতের বিরোধিতা করে মন্তব্য করেছেন যে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের জনগনণা অনুসারে উল্লেখ করা হয়েছে যে বাঙলার পশ্চিম অঞ্চলের কথ্যভাষার টানেই মালপাহাড়ি জনগোষ্ঠী কথা বলে থাকে। মালপাহাড়িয়াদের দুইটি আদিবাসী গোষ্ঠীর উল্লেখ করা হয়েছে ঐ সেন্সাসে বলেও সরকার মন্তব্য করেছেন। সেই সাথে তার রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি আফ বেঙ্গলের জারনালে এবং ইন্ডিয়ান হিস্টোরিকল ক্বাটরলিতে প্রকাশিত দুটি নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে মালাপাহাড়ি সম্প্রদায় এক বৃহৎ অংশই হিন্দু আচর আচরণে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। (Entried the hindu fold) The Malpaharias of west Bengal) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসরকারের বুলেটিনে মুর্শিদাবাদ জেলার তথ্যানুসন্ধানের পর উল্লেখ করা হয়েছে এই জেলার মালপাহাড়িয়া জনগোষ্ঠীর মানুষজন যখন নিজেদের মধ্যে যে ভাষায়ে কথা বলে তা বাংলায় স্থানিয় ভাষার বিকার। কিন্তু সেই তারাই যখন বাঙলা ভাষাভাষিদের সাথে কথা বলে তার স্বাভাবিক স্থানীয় ভাষা তেই কথা বলে। এদের কেউ কেউ অবশ্য খাটি মালতো ভাষাতেই কথা বলে থাকে। এর প্রধান কারণ হিসেবে তথ্যানুসন্ধানে অনুধাবন করা হয়েছে যে এর কারণ তাদের মালপাহাড়ি প্রতিবেশী। কুমার ভাগ পাহাড়িয়া বলে যে মালমাহাড়িয়াদের বর্ণনা করা হয়েছে তারা ঐতিহ্যগত ভাবেই মালতোভাষাভাষী। এ ছাড়াও সামান্য সংখ্যক মালপাহাড়িয়া নিজেদের ভাব প্রকাশে হিন্দি ভাষাকে মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছে।

মালপাহাড়ি শব্দাবলী

বাংলা শব্দ	**সমতলী শব্দ**
আমি	এণু
আমরা	এমু
তুমি	নিনু
তোমরা	নিমু
তাহার	হাতরের
তাহাকে	আতরেরি
তখন	এনকারি
উপরে	মেচা

৪) The Malpaharias of West Bengal- A.K. Das, B. Roychowdhury, M.K. Raha, Special series No.- 7, Bulletin of the Cultural Research Institute, Tribal Welfare Department, Govt. of West Bengal, Calcutta, 1966, page- 14.

ভিতরে	উলা
আগে	আগদি
পিছে	অঁইউ
এখানে	আহারো
অল্প	আলগেই
বেশী	দিকেহি
মত	উলিকো
এজন্য	ইলিএথি
কে	নেয়ু
কার	নেককি
কোথায়	ইকারো
কেন	ইনদ্‌র
এটা	কিংহি
ওটা	আয়ু
মাথা	কুক্‌কু
চুল	তালি
হাত	টেটু
ছাতি	কুকু
স্তন	দুদি
পা	এডু
বগল	আলটে
থুথু	তুপিন
ছেলে	সারুএমাঃএ
মেয়ে	মাঃঅ
মা	দুদু
আমার বাবা	এংগাব
তোমার বাবা	নিংগাব
গরু	বারদি
ছাগল	এাড়ে
শুকর	কিসু
ভেড়া	পেডা
বেড়াল	বেড়হে
খাটিয়া	কাট্‌টে
চাদর	পাচ্‌রি
বাসন	তারিকুরি
ডেকচি	গাবলা
বেটা	তাহাদের
আমার মা	এংকিদুদু

ভাই	সারুএনড
লাট্টু	লাড্ডুকেলারেনে
দৌড়	বঅহা

তথ্যসূত্র :

ক্রমিক নং	নাম	লিঙ্গ	বয়স	পেশা	ঠিকানা	তথ্য সংগ্রহের তারিখ
১.	যুগল পাহাড়িয়া	পুঃ	৫৩	শ্রমিক	তাহেরপুর, নদীয়া	০৮/০৩/২০১৬
২.	বিশ্বনাথ পাহাড়িয়া	পুঃ	৪৮	শ্রমিক	কৃষ্ণনগর, নদীয়া	১৫/০৩/২০১৬
৩.	কালু পাহাড়িয়া	পুঃ	৩৬	দিনমজুর	কৃষ্ণনগর, নদীয়া	১৫/০৩/২০১৬
৪.	দারু পাহাড়িয়া	পুঃ	৬০	দিনমজুর	ফুলিয়া, নদীয়া	১৯/০৩/২০১৬
৫.	কমল পাহাড়িয়া	পুঃ	৫৮	দিনমজুর	জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ	২৫/০৩/২০১৬
৬.	ছবি পাহাড়িয়া	স্ত্রী	৪২	দিনমজুর	তাহেরপুর, নদীয়া	০২/০৪/২০১৬
৭.	চম্পা পাহাড়িয়া	স্ত্রী	২৬	দিনমজুর	বেছুয়াডহরী, নদীয়া	০৯/০৪/২০১৬
৮.	পুতুল পাহাড়িয়া	স্ত্রী	৩৮	দিনমজুর	বেছুয়াডহরী, নদীয়া	০৯/০৪/২০১৬

গ্রন্থসূত্র :

১) ভাষার ইতিবৃত্ত- ডঃ সুকুমার সেন
২) ভাষাবিধ্যা পরিচয়- শ্রী পরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য
৩) মালপাহাড়িয়া- সুশান্ত বিশ্বাস, সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতিকেন্দ্র
৪) The Malpaharias of West Bengal- A.K. Das, B. Roychowdhury, M.K. Raha